বুযুর্গানে দ্বীনদের উম্মতের সংশোধনের প্রেরণা

10-January-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْراً بِهَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا حَتّٰى يُبَلِّغَنِيْهَا যে আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ তায়ালা** তার প্রতি দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং একজন ফিরিশতা সেই দরূদে পাক আমার নিকট পৌঁছানোর জন্য নিযুক্ত থাকে।

(মু'জামু কবীর, ৮/১৩৪, নম্বর-৭৬১১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুলঃ

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُ الله! ,تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করার অনেক ফযীলত ও বরকত রয়েছে। এই কারণেই, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن নেকীর আদেশ দেয়া এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করাতে অলসতা করতেন না। যদি আমরা ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করি তবে আমাদের এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আউলিয়ায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام নিজেদের সময়ের সঠিক ব্যবহার করে পরবর্তি প্রজন্মকে সহজতা এবং ইলমে দ্বীনকে প্রসার করার মহান প্রেরণায় অসংখ্য বিষয়ে কিতাব লিখেছেন। সেই বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن নেকীর দাওয়াতের মহান উদ্দেশ্যে নিজের সময় এবং পরিবার পরিজনকে কুরবানি করেছেন। ভাবুন তো ইতিহাসের পাতায় কোথাও ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে ইলমে দ্বীনের মুক্তো ছড়াতে দেখা যায়, তো কোথাও গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইলমের নূর দ্বারা মানুষের অন্তরকে আলোকিত করছেন। কোথাও ইমাম গাযালি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উম্মতের সংশোধন করছেন, তো কোথাও ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মতো মহান ব্যক্তি নিজের লিখনির মাধ্যম জ্ঞান পিপাসুদের পিপাসা নিবারণ করছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই যুগে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সারা দুনিয়ায় নেকীর দাওয়াত পওসার করার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **"দা'ওয়াতে ইসলামী"** প্রতিষ্ঠা করেছেন। মোটকথা এই সম্মানিত ব্যক্তিত্বরা বয়ান ও পাঠদান, রচনা ও সংকলন এবং নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির মাধ্যমের উম্মতের সংশোধনের মহান কাজ অব্যাহত রেখেছেন। তো আসুন! আজ আমরা বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن উম্মতের সংশোধনের প্রেরণা সম্বলিত কিছু ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলী শ্রবণ করি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দরসের কিতাব ও মহৎ রচনা **"নেকীর দাওয়াত"** এর ৪১৯ পৃষ্ঠায় একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা উদ্ধৃত করেন, আসুন! আমরাও সেই ঘটনা শ্রবণ করি এবং তা থেকে অর্জিত মাদানী ফুল দ্বারা নিজের অন্তরের মাদানী ফুলদানিতে সাজিয়ে নেয়ার চেষ্টা করি।

গোত্রসহ মুসলমান হয়ে গেল

হযরত সায়্যিদুনা মুছ্আব বিন ওমাইর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা আসআদ বিন যুরারাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর সাথে **আল্লাহ**র পথে সফর করতে বের হলেন। তাঁরা উভয়ে **'বনু যুফর'** গোত্রের বাগানে **'মারাক'** নামক কূপের পাড়ে গিয়ে বসলেন। বনু আসলাম গোত্রের লোকজন তাঁদের আশে পাশে জড়ো হয়ে গেল। তাদের সর্দার ছিলেন সাআদ বিন মুয়াজ এবং উসাইদ বিন হুজাইর, যারা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। হযরত সাআদ বিন মুয়াজ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা আসআদ বিন যুরারাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর খালাত ভাই ছিলেন। সাআদ বিন মুয়াজ উসাইদ বিন হুজাইরকে পাঠিয়ে বললেন, যাও ঐ দুই মুবাল্লিগকে রুখে দাও। এরা আমাদের দূর্বল লোকজনকে (نَعُوْذُ بِاللهِ) বাগে আনার জন্য এসেছে। অতএব উসাইদ বিন হুজাইর হাতে বল্লম তুলে নিয়ে তাদের নিকট গিয়ে পৌঁছেন। এসেই তাদেরকে

গাল-মন্দ করতে আরম্ভ করে দিলেন। তাদের হুমকি দিলেন, তোমরা যদি প্রাণে বাঁচার ইচ্ছা রাখ, তাহলে এখান থেকে চলে যাও। হযরত সায়্যিদুনা মুছআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইনফিরাদী কৌশিশ করে নিতান্তই নম্রতা ও মিষ্টি ভাষায় বললেন: একটু বসে কথাগুলো তো অন্ততঃ শুনতে পারেন। মনপুত হলে মানবেন আর ভাল না লাগলে আমরা আপনাকে কোনরূপ বাধ্য তো করবোই না। উসাইদ বিন হুজাইরের কাছে তাদের মিষ্টি ভাষার কথাগুলো খুব ভাল লাগল। হাতের বল্লমটি মাটিতে গেঁথে রেখে তাদের নিকট বসে গেলেন। হযরত সায়্যিদুনা মুছআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে মাদানী ফুল নিবেদন করলেন। কোরআন শরীফ পাঠ করে শুনালেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ তাঁর অন্তরে মাদানী পরিবর্তন দেখা গেল। তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন।

মুসলমান হওয়ার পরে তিনি বললেন: আমার পেছনে সাআদ বিন মুয়াজ রয়েছে। সে যদি আপনাদের কথা মেনে নেয় তাহলে আমাদের গোত্রসহ আপনাদের কথা মেনে নেবে। আমি তাকে এক্ষুণি আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এ কথা বলে তিনি সোজা গিয়ে সাআদ বিন মুয়াজের নিকট পৌঁছালেন। তাকে এই দুই জন মুবাল্লিগের নিকট আসার জন্য রাজি করালেন। সাআদ বিন মুয়াজ আসার সাথে সাথেই তাঁরা দুই জনকে গালমন্দ দিতে আরম্ভ করে দিল।

হযরত সায়্যিদুনা মুছআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইনফিরাদী কৌশিশ করে নম্র ও মিষ্টি ভাষায় তাকেও নেকীর দাওয়াত শোনার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। তাতে তিনি হাতের বল্লমটি মাটিতে গেঁথে রেখে তাঁদের পাশে বসে গেলেন। হযরত সায়্যিদুনা মুছআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁকেও ইসলামের সৌন্দর্যমন্ডিত মাদানী ফুল উপহার দেন। আর 'সূরা যুখরুফের' প্রাথমিক কতিপয় আয়াত তাঁকে পাঠ করে শোনালেন। কোরআন শরীফের আয়াতগুলো তীর হয়ে তাঁর অন্তরে গিয়ে বিদ্ধ হল। ফলে তিনিও ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করে নিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সায়্যিদুনা সাআদ বিন মুয়াজ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ স্বীয় গোত্রের নিকট ফিরে গেলেন। তিনি তাদের বললেন: তোমরা আমাকে কী মনে কর? সকলে সমস্বরে বলল: আপনি হলেন আমাদের সর্দার। আপনার মতামত বিশুদ্ধ ও সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে।

হযরত সায়্যিদুনা মুছআব বিন মুয়াজ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তখন বললেন: তাহলে ব্যস, তোমরা যে পর্যন্ত **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর প্রিয় রাসুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর ঈমান আনবে না, সে পর্যন্ত তোমাদের কোন নারী-পুরুষের সাথে আমার কথা-বার্তা বলা হারাম। বর্ণনাকারী বলছেন: **আল্লাহ**র কসম! তখনও সন্ধ্যা হয়নি, এরই মধ্যে সেই গোত্রের সকল নারী-পুরুষ মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো।

(আল বিদায়াতু ওয়ান নিহায়া, ২/৫২৭-৫২৯)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! আমাদের সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان কীভাবে প্রাণ হাতে নিয়ে নেকীর দাওয়াত দিতেন। ঘটনাটি থেকে এই শিক্ষাও মিলল যে, বিশেষ ব্যক্তিত্ব যেমন নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি, বড় বড় ব্যবসায়ী, কারখানার মালিক (Mill Owners), ডাক্তার (Docters), শিক্ষক (Teachers), এমন বড় দায়িত্বে রত লোক, যাদের কথাকে গুরুত্ব দেয়া হয়, পরিবার, সম্প্রদায়ের বড় সর্দার, জমিদার, শিল্পপতি, সম্পদশালী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত এমন উচ্চ মর্যাদার লোক যার কথা মানা হয়, তাদের উপর ইনফিরাদী কৌশিশের ফলে সুদূর প্রসারী কাজ হতে পারে, যেমনিভাবে বনি আসলাম গোত্রের দুই সর্দারের উদ্দেশ্যে যখন ইনফিরাদী কৌশিশ করা হয় তখন তাঁরা উভয়ে নেকীর দাওয়াত গ্রহণপূর্বক ইসলামের ছায়াতলে চলে আসার পাশাপাশি তাঁদের পুরো গোত্রকেই মুসলমান বানিয়ে নিলেন। এ কথা মনে রাখবেন যে, পার্থিব জগতের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদের সম্মান দেখিয়ে তাদের কারো বড় বড় কথা ও কৃতিত্ব স্বয়ং তাদেরই মুখে শুনে বাহ্‌বা দিয়ে তাদের কথায় হাঁ সূচক সুর মিলিয়ে ফিরে আসা কোন মুবাল্লিগের কাজ হতে পারে না। সফল মুবাল্লিগ তিনিই যিনি বড় বড় পার্থিব ব্যক্তিত্বশীল লোক যেমন মন্ত্রী, প্রশাসক, অফিসার ইত্যাদির প্রতিপত্তিতে বিচলিত হন না। তার পক্ষ থেকে যদিও এই-সেই দুনিয়াবী কোন কথাবার্তা হয়ে গেলেও বিপরীতে তাকে নেকীর দাওয়াতই দিতে থাকুন। **আল্লাহ** না করুন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি যদি মিথ্যা আস্ফালন করে তবে কখনও তার সাথে হাঁ মিলাবেন না। সম্ভব হলে তাকে সংশোধন করবেন। সম্ভব না হলে

অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে কথার সুর পাল্টাবার চেষ্টা করবেন। তাকে নামাযের কথা বলবেন, সুন্নাতেভরা আমলের মন-মানসিকতা সৃষ্টি করবেন। তাকে এ কথা বুঝাতে চেষ্টা করবেন যে, সম্মান ও লাঞ্ছনার মালিক একমাত্র **আল্লাহ তায়ালা**। আপনি আপনার পদে সব জায়েয সুযোগ-সুবিধা গ্রহণপূর্বক ইসলামের খেদমত করুন। কারণ সাধারণ মানুষের পক্ষে সারা জীবন আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যা করা সম্ভব সে তুলনায় আপনি সামান্য উদ্যোগ নিলেই দ্বীনের অনেক অনেক কাজ করতে পারেন। আপনি যদি সাপ্তাহিক সুন্নাতেভরা ইজতিমায় যোগদানের এবং মাদানী কাফেলায় সুন্নাতেভরা সফর করার তারিখটি বলে দেন, তাহলে কেবল আপনার নাম শুনে এমনও হতে পারে যে, আরও অনেক ইসলামী ভাই ইজতিমায় যোগ দেবে এবং কাফেলায় সফর করতে আগ্রহী হবে।

মুবাল্লিগের উচিৎ যে, যদি একবার কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায় তবে কমপক্ষে ততদিন তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করুন, যতদিন তাকে মাদানী কাফেলায় সফর করায় অভ্যস্ত বানিয়ে অন্যদেরও মাদানী কাফেলায় মুসাফির বানানোকারী না হয়, সে নিজেও "মসজিদ ভরো কার্যক্রম" এর অংশীদার হয়ে নেকীর অর্জন করা বরং অন্যদেরও নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী হয়ে যায়। সে নিজেও মাদানী ইনআমাতের আমলকারী হয়ে, অন্যদেরও এর উৎসাহ প্রদানকারী হয়ে যায়। প্রতিটি নতুন ইসলামী ভাইয়ের সাথেও যোগাযোগের এরূপ ধরন হওয়া উচিৎ, অযথার্থ ভাবে হাত মিলিয়ে, শুধুমাত্র রীতি মাফিক কথাবার্তা বলা যথেষ্ট মনে করবেন না। সাবধান! কোন "প্রভাবশালী ব্যক্তি" দ্বারা ব্যক্তিগত কাজ করাবেন না, চাকরী বা ব্যবসা বা ঋণ ইত্যাদি কাজ করাবেন না, বরং ইজতিমায় উপস্থিত হওয়ার এবং মাদানী কাফেলায় সফরের জন্য ইনফিরাদি কৌশিশ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! বিগড়ে যাওয়া লোকের সংশোধনের চেষ্টা করা, অর্থাৎ নেকীর দাওয়াত দেয়া, কোন নতুন বা তুচ্ছ কাজ নয় বরং এটি সেই মহান কাজ, যা আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام খুবই উত্তম পদ্ধতীতে দিয়ে গেছেন, অতঃপর যখন নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গেলো তখন **মাদানী আক্বা, হাবীবে**

কিবরিয়া, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আত্মোৎসর্গিত সাহাবাগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن এই মহান দায়িত্ব সমর্পন করা হয়, উম্মতের সংশোধনের মাদানী চেতনায় মত্ত এই ব্যক্তিরা যখন মানুষকে নেকীর দাওয়াত দেয়ার মাদানী কাজ শুরু করলেন, তখন ফুলের মালা দিয়ে তাঁদের স্বাগত জানানো হয়নি বরং এই উপকারের পরিবর্তে তাঁদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়নের স্টিম রোলার চালানো হয়, বন্দি করে কষ্ট দেয়া হয়, শরীরের চামড়া পর্যন্ত তুলে নেয়া হয়েছে, তপ্ত মরুতে হেঁচড়ানো হয়, তীর ও তলোয়ার এবং বল্লম দ্বারা শরীরকে ক্ষত বিক্ষত করা হয়, এমনকি এই পথে সেই মহান ব্যক্তিরা প্রাণও বিসর্জন দিয়েছেন এবং অনেকে তো শাহাদতের অমিয় সূধাও পান করে নিয়েছেন, মোটকথা যেই মহৎ উপায়ে সেই **আল্লাহ** ওয়ালাগণ মানুষের সংশোধনের চেষ্টার দায়িত্বকে সম্পন্ন করে গেছেন, তা অতুলনীয়। আর বর্তমানে অবস্থা এর বিপরীত, বর্তমানে তো মানুষ মুবাল্লিগদের খুবই আদব ও সম্মান করেন এবং তাঁদের মর্যাদাময় স্থানে বসান, কিন্তু তারপরও আমাদের অলসতার অবস্থা এমন যে, আমাদের আশে পাশে বরং মহল্লায় বিভিন্ন মন্দ ও আজেবাজে কাজের ধারাবাহিকতা দেদারসে চলছে, আমাদের নেকীর দাওয়াত দেয়ার অনেক সুযোগ রয়েছে কিন্তু আফসোস! তাদের গুনাহে লিপ্ত দেখে, তাদেরকে সংশোধনের ক্ষমতা থাকা সত্তেও আমরা অলসতা বা লজ্জার কারণে **"চাচা আপন প্রাণ বাঁচা"** এর ন্যায় শুধু নিজের সংশোধনে লিপ্ত থেকে তাদের সংশোধনের ব্যাপারে একেবারে উদাসীন থাকে। মনে রাখবেন! সংশোধন করার ক্ষমতা থাকে সত্তেও প্রতিবেশীরা এবং গুনাহে লিপ্ত মানুষের সংশোধন করা থেকে বিরত থাকা খুবই ক্ষতিকর, যেমনটি একটি অন্তর কাপাঁনো বর্ণনা শ্রবণ করুন এবং নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর মানষিকতা তৈরী করুন।

প্রতিবেশিকে গুনাহ থেকে বিরত না রাখার শাস্তি

হযরত সায়িদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: তাওরাত শরীফে লিখিত আছে যে, যার প্রতিবেশী গুনাহে লিপ্ত থাকে এবং (ক্ষমতা থাকা সত্তেও) সে তাকে বাঁধা প্রদান না করে, তবে সেও সেই গুনাহের অংশীদার।

(আয যুহুদ লিইমাম আহমদ, কিতাবুয যুহুদ, ১৩৪ পৃষ্ঠা, নম্বর- ৫২৭)

কর্তিত কান বিশিষ্ট বধির

হযরত সায়িদুনা আনাস বিন মালিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যে কেউ শুনলো যে, অমুক ব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত, অতঃপর (ক্ষমতা থাকা সত্তেও) সে সেই গুনাহে রত ব্যক্তিকে বাঁধা প্রদান করে না, তবে কিয়ামতের দিন সে কর্তিত কান বিশিষ্ট বধির হবে। (তানবিহুল মুগতারিন, আল বাবুর রাবেয়ে..., পৃষ্ঠা-২৩৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن অন্যান্য নেক কাজের পাশাপাশি উম্মতের সংশোধনের মাদানী চেতনায় উদ্ভুদ্ধ এবং এব্যাপারে খুবই সক্রিয় ছিলেন, তাঁদের অন্তর সর্বদা উম্মতের সংশোধনের জন্য ছটফট করতে থাকতো, তাঁদের উম্মতের সংশোধনের প্রতি আবেগ ও উত্তেজনা গভীরভাবে ভরে ছিলো, যদি কোন ব্যক্তি তাঁদের সাথে পথ চলতো এমনকি চলতি পথেও নসীহতের আকাঙ্ক্ষী হতো তবে তাঁরা বিলম্ব করতেন না বরং তখনই খোদাভীরুতার গভীরতায় ডুবে এবং কাঁদতে কাঁদতে তাকে একনিষ্ঠতা পূর্ণ **"সংশোধনের মাদানী ফুল"** প্রদান করতেন, যাতে না শুধু স্বয়ং তাঁর নিজের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যেতো বরং শ্রবণকারীরও এক আশ্চার্য আবেগ ভর করতো। আসুন! একটি হৃদয়গ্রাহী ঘটনা শ্রবণ করি এবং তা থেকে শিক্ষার মাদানী ফুল কুঁড়িয়ে নিই।

নেকীর দাওয়াত দিতে গিয়ে খোদাভীতিতে কেঁদে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম বিন বাশশার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত আবু ইউসুফ ফাসাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে সিরিয়ার দিকে যাচ্ছিলাম। রাস্তায় এক ব্যক্তি দৌঁড়ে তাঁর (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) সামনে এল। সালাম করার পর লোকটি আরয করল: 'হে আবু ইউসুফ! আমাকে কিছু নসিহত করুন। এ কথা শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কাঁদতে লাগলেন, আর (নেকীর দাওয়াত দিতে গিয়ে) বললেন: হে আমার ভাই! নিশ্চয় রাত-দিনের তাড়াতাড়ি আগমন, আপনার শরীর ক্ষয় হওয়া, আপনার বয়স শেষ হয়ে যাওয়া এবং সর্বদা যে আপনি মৃত্যুর নিকটবর্তী হতে চলেছেন তার সংবাদ দিয়ে যাচ্ছে। তাই হে আমার ভাই! আপনি যেন সেই সময়

পর্যন্ত একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবেন না, যে পর্যন্ত আপনি আপনার শুভ পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারবেন না। এ কথাও জানবেন না যে, আপনি কি জান্নাতে যাবেন না কি জাহান্নামে, আর জানবেন না যে, আপনার পরওয়ারদিগার আপনার গুনাহ ও উদাসীনতার কারণে আপনার উপর অসন্তুষ্ট না কি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে আপনার উপর সন্তুষ্ট। হে দুর্বল মানব! নিজের আসল রূপের কথা ভুলে যাবেন না! আপনার সৃষ্টি 'একটি নাপাক ফোঁটা' থেকে, আর পরিণতি হল গলিত লাশ। যদিও এই নসীহত এখন বুঝে আসছে না তবে অনতিবিলম্বেই বুঝে আসবে, যখন আপনি কবরে প্রবেশ করবেন। সেখানে নিজের গুনাহের কারণে লজ্জিত তো হবেন, কিন্তু তখন তা কাজে আসবে না। এ কথাগুলো বলেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কাঁদতে লাগলেন এবং সাথে সেই লোকটিও আবেগতারিত হয়ে কাঁদতে লাগলো। বর্ণনাকারী বলেন: এদের দুজনকে কাঁদতে দেখে আমিও কান্না করতে লাগলাম এমনকি তারা দুজন বেহুশ হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। (যম্মুল হাওয়া, পৃষ্ঠা-৪৩৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনায় আমাদের জন্য অনেক মাদানী ফুল বিদ্যমান, যেমন; মুবাল্লিগের উচিৎ যে, যখন তার একক বা সম্মিলিত ভাবে মুসলমানদের সংশোধনের চেষ্টার করার সৌভাগ্য নসীব হবে তখন যেন নিজেকে মুত্তাকী ও পরহেযগার এবং সংশোধনের উর্ধ্বে মনে না করে, বরং যা কিছুই বলছে, সর্বপ্রথম নিজেকেই এর সম্বোধন করুন যে, আসলে এই নসীহত আমি নিজেকেই করছি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ফয়যানে ভরপুর আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** উম্মতের সংশোধনের নিমিত্তে সদা রত। এই সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত অনেক মুবাল্লিগগণ এই সুন্নাতের উপর আমল করে অশ্রুসিক্ত নয়ন এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে নেকীর দাওয়াত দিয়ে বিপথে পরিচালিত মানুষদের সংশোধনের চেষ্টা করে থাকেন। নিঃসন্দেহে তাঁদের ন্যায় একনিষ্ট মুবাল্লিগদের একক ও সম্মিলিত প্রচেষ্ঠারই তো সদকা যে, আজ সমাজে সুন্নাতের মাদানী বাহার প্রসারিত হচ্ছে, কাল পর্যন্ত যে কুফরের অন্ধকারে পথভ্রষ্ট ছিলো, সমাজের কীট মনে করা হতো, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করতো, ফ্যাশন পুজারী ছিলো, মন্দ আক্বিদা, গায়ক ও অভিনেতা ছিলো, হারাম উপার্জন এবং কল্পিত

প্রেমের আপদে আবদ্ধ ছিলো, মোটকথা বিভিন্ন ধরনের গুনাহের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিলো, কিন্তু উম্মতের সংশোধনের চেতনা সমৃদ্ধ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুখলিস মুবাল্লিগগণ খোদাভীরুতায় ডুবে তাদের আখিরাতের চিন্তানির্ভর নেকীর দাওয়াত দেন তখন তাদের অন্তর নরম হয়ে গেলো এবং তারাও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সুন্নাতের সাড়া জাগানোর কারী হয়ে গেছে। সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরাও যেন নিজেকে এই মহান কাজের জন্য মানষিক ভাবে প্রস্তুত করি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মুসলমানের সংশোধনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা এবং তাদের নেকীর দাওয়াত দেয়া, এমন মহৎ কাজ যে, **রাব্বে যুল জালাল** তাঁর পবিত্র কালামে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকারীর প্রশংসাও করেছেন, যেমনটি পারা ২৪ সূরা হা-মীম সাজদা এর ৩৩ নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿۳۳﴾

(পারা ২৪, সূরা হা-মীম সাজদা, আয়াত ৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তার চেয়ে কার অধিক উত্তম, যে **আল্লাহ**র প্রতি আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে; আর বলে, 'আমি মুসলমান'।

হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ রযা খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারাকার পাদটিকায় বলেন: এতে (নেকীর প্রতি আহ্বান করা) প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**ই** উদ্দেশ্য। তাঁর সদকায় আউলিয়া (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) এবং ওলামাগণ যারা তবলীগ করে বরং মুয়াজ্জিন, তাকবীর পাঠকারী এবং সেই সকল মুমিন যারা **আল্লাহ তায়ালা**র সৃষ্টিকে কোন না কোন নেকীর প্রতি আহ্বান করে (তারাও এতে উদ্দেশ্য)। জানা গেলো যে, যারা নেকীর দেওয়াত দেয়, তাদের কথা রব তায়ালার খুবই পছন্দনীয়, যদিও তাদের আওয়াজ কর্কশ এবং কথাও সামান্য হোক না কেন।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা-৭৬৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! হে সুন্নাতে ভরা সংশোধনি বয়ানকারী সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাই! হে মাদানী দরসের সৌভাগ্য অর্জনকারী ভাগ্যবান! হে প্রতিদিনের ৫টি মাদানী কাজ, সাপ্তাহিক ৫টি মাদানী কাজ এবং মাসিক ২টি মাদানী কাজের মাধ্যমে নেকীর

দাওয়াতকে প্রচার ও প্রসারকারী আশিকানে রাসূল! আপন **রব তায়ালার** দয়ার প্রতি আত্মহারা হোন যে, **রাব্বে আযীমের** নেকীর দাওয়াত প্রদানকারীর কথা খুবই প্রিয়, কেউ ঠাট্টা করুক, চুপ করিয়ে দিক, বিরুদ্ধে বলুক, যা কিছুই বলুক না কেন, হাল ছাড়বেন না বরং তায়েফে পাথরের আঘাত সহ্যকারী **গমখোয়ার আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্মরণ করুন, কাফেরদের অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্যকারী **লাজপাল, আমেনার দুলাল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্মরণ করুন, ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বাঁধার পরও, বিরোধীতা এবং বিভিন্ন অপবাদের পরও নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী **মাহবুবে আযম, রাসূলে মুহতারাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্মরণ করুন। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে অধিকহারে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর তৌফিক দান করুন। اٰمِيـن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অযুকারীকে সংশোধন

এক বুযুর্গ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى বাগদাদ শরীফের কোন এক এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি এক যুবককে দেখতে পেলেন, যে সঠিক পদ্ধতিতে অযু করছে না, তিনি তখন অত্যন্ত ভালবাসাপূর্ণ ভাবে তাকে বললেন: "হে যুবক! সঠিকভাবে অযু করুন। **আল্লাহ তায়ালা** দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার মঙ্গল করুন।" এ কথা বলেই তিনি চলে গেলেন। যুবকটি সেই বুযুর্গের নেকীর দাওয়াত দেয়ার সুন্দর ধরন দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলো এবং অযু করার পর সেই বুযুর্গের নিকট উপস্থিত হয়ে কিছু নসিহত করার আবেদন করে। তিনি তাকে (নেকীর দাওয়াত দিতে গিয়ে) তিনটি মাদানী ফুল উপহার দিলেন: **(১)** জেনে রাখুন! যে ব্যক্তি মহান **আল্লাহ তায়ালার** মারিফাত অর্জন করেছে (অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালাকে** চিনতে পেরেছে) সে মুক্তি পেয়ে গেছে। **(২)** যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে ভীত হয় (**আল্লাহ তায়ালাকে** ভয় করল) সে ধ্বংস হওয়া থেকে বেঁচে গেল। **(৩)** যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি বিরাগভাব পোষণ করে, সে ব্যক্তি যখন কাল (অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে) **আল্লাহ তায়ালার** পক্ষ থেকে তার সাওয়াবগুলো দেখতে পাবে, তখন তার চোখ জুড়িয়ে যাবে। (অতঃপর তিনি বললেন) আরো কিছু বলব কি? আরয করল: অবশ্যই বলুন। বললেন: যে ব্যক্তির মাঝে তিনটি গুনাবলীর

সমন্বয় ঘটল, তার ঈমান পরিপূর্ণ হয়ে গেল। **১.** যে নেকীর দাওয়াত দেবে এবং নিজেও তদনুযায়ী আমল করবে, **২.** যে খারাপ কাজ থেকে বারণ করবে, আর নিজেও তা থেকে বিরত থাকবে, এবং **৩.** যে **আল্লাহ তায়ালার** সীমারেখা লঙ্ঘন করবে না (অর্থাৎ শরীয়তের হুকুম-আহকাম পালন করবে, আর শরীয়তের নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে নিজেকে বিরত রাখবে)। পুনরায় তিনি বললেন: আরও কিছু বলব কি? সে আরয করল: কেন নয়? অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন: দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত এবং আখিরাতের প্রত্যাশী হয়ে যাও এবং নিজের সকল কর্মকান্ডে **রাব্বুল আনামের** প্রতি সত্যবাদিতা করুন, তবে মুক্তিপ্রাপ্তদের সাথে মুক্তি পেয়ে যাবে। এ কথাগুলো বলে তিনি চলে গেলেন। যখন যুবকটি ঐ বুযুর্গ (رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی) সম্পর্কে খোঁজ নিলো তখন তাকে জানানো হল যে, তিনি ছিলেন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেঈ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ । **(ইহইয়াউল উলূম, ১/৪৫)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! কোটি কোটি শাফেয়ীদের মহান নেতা হযরত সায়িদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ কতই যে স্নেহ ও ভালবাসা সহকারে ইনফিরাদি কৌশিশ করেছেন এবং সঠিক পদ্ধতিতে অযু না করা যুবকের সংশোধনও করলেন এবং নেকীর দাওয়াতও দিলেন। আহ! আমরাও যদি এমন ধরন অবলম্বনে সফল হয়ে যেতাম, আমাদেরও এরূপ তৌফিক নসীব হয়ে যেতো যে, যখন কারো ভুল পদ্ধতিতে অযু এবং নামাযে অলসতা দেখি, মিথ্যা, গীবত এবং চুগলির ন্যায় গুনাহে কাউকে লিপ্ত দেখি তবে তার অবর্তমানে অযথা সমালোচনা এবং তাকে মন্দ বলে স্বয়ং নিজে গীবতের অতল গহ্বরে পতিত হওয়ার পরিবর্তে তাকে গুনাহের ভয়াবহতা থেকে বের করার চেষ্টা করুন, খুবই নম্রতা এবং ভালবাসা সহকারে তাকে বুঝানো এবং পরকালিন সাওয়াবের ভান্ডার জমাকারী হোন। আমরা যদি একনিষ্ট নিয়তে কাউকে বুঝায় তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর অবশ্যই উপকার হবে এবং উপকার কেনই বা হবে না যে, বুঝানোতে উপকার সাধিত হওয়ার বিষয়ে স্বয়ং **রাব্বুল আনাম** তাঁর সত্য বাণী কোরআনুল করীমে ঘোষণা করছেন, যেমনটি পারা ২৭ সূরা যারিয়াত এর ৫৫ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَّ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵۵﴾
(পারা ২৭, সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং বুঝান! যেহেতু বুঝানো মুসলমানদেরকে উপকার দেয়।

আসুন! আমরা সবাই নিয়ত করি যে, কাউকে গুনাহে লিপ্ত দেখলে, তাকে নম্রতা সহকারে বুঝাবো, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অপরের সংশোধনের পাশাপাশি নিজেরও সংশোধনের চেষ্টা করবো, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নিজের পরিবার পরিজনকেও ইনফিরাদী কৌশিশ করে ঘরে মাদানী পরিবেশ বানাবো, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

মনে রাখবেন! ঘরে মাদানী পরিবেশ বানানোর জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদানকৃত **১৯** মাদানী ফুল গ্রহন করে নিন, এই মাদানী ফুল আপনি ৭২ মাদানী ইনআমাত এর রিসালার ২৬ নং পৃষ্ঠায় পাবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن নিজের জীবনকে মুসলমানদের সংশোধনের চেষ্টায় অকিবাহিত করেছেন, অনেকে নিজের প্রভাবময় লেখনি দ্বারা, অনেকে বয়ানের মাধ্যমে এবং অনেকে দুইটি পদ্ধতিতেই মুসলমানদের সংশোধনের পবিত্র কাজকে আঞ্জাম দিয়েছেন, এই বিষয়টি এভাবে বুঝে নিন যে, এই ব্যক্তিত্বরা যেন রূহানী ডাক্তারের ন্যায় এবং তাঁদের মাহফিল যেন আরোগ্য নিকেতন, যেখানে টোকেন নিতে হয় না, লাইন লাগাতে হয় না এবং কোন ফি'ও নেয়া হয় না বরং এখানে তো নিয়মই ভিন্ন যে, কুফরের অন্ধকারে ডুবন্ত এবং পাপাচারে লিপ্ত রোগী যখন তাঁদের রূহানী আরোগ্য নিকেতনে আসে তখন এই **আল্লাহ** ওয়ালাদের দরবার থেকে সাথে সাথে তাদের কোরআনী আয়াত, তাফসীর, হাদীসে মুবারাকা, ভাষ্যমূলক, সতর্কতামূলক ঘটনা এবং কাহিনী থেকে খুঁজে খুঁজে মাদানী ফুল দেয়া হয়, যাতে প্রভাবিত হয়ে অমুসলিমেরও ঈমানের দৌলত আর অসংখ্য গুনাহগারদের তাওবার তৌফিক অর্জিত হয়ে যায়। আসুন! এর একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি।

ওতবা'র আশ্চার্য ঘটনা

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৬৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"মুকাশাফাতুল কুলুব"** এর ৬৭ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে, ওতবা গোলাম (তাওবা করার পূর্বে) এর ফ্যাসাদ এবং মদ্যপানের কাহিনী প্রসিদ্ধ ছিলো, একদিন হযরত সায়িদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মজলিশে আসলো, সেই সময় হযরত সায়িদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ২৭ পারার সূরা হাদীদের ১৬ নং আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করছিলেন:

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ

(পারা ২৭, সূরা হাদীদ, আয়াত ১৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঈমানদারদের জন্য কি এখনো ওই সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর ঝুকে পড়বে **আল্লাহ**র স্মরণ ও ওই সত্যের জন্য।

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতের এমনি তাফসীর বর্ণনা করলেন যে, লোকেরা কাঁদতে লাগলো, এক যুবক মজলিশে দাঁড়িয়ে গেলো এবংবলতে লাগলো: হে মুমিন বান্দা! আমার মতো পাপাচারীও যদি তাওবা করে তবে কি **আল্লাহ তায়ালা** কবুল করবেন? তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: হ্যাঁ, **আল্লাহ তায়ালা** তোমার গুনাহসমূহকেও ক্ষমা করে দেবেন, যখন ওতবা গোলাম এই কথা শুনলো তখন তার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেলো এবং কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে গেলো, যখন হুশ ফিরে আসলো তখন হযরত সায়িদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার নিকট এসে এই পঙতি গুলো পাঠ করলো (যার অনুবাদ হচ্ছে): (১) হে **আল্লাহ তায়ালা**র অবাধ্য যুবক! তুমি কি জান অবাধ্যতার শাস্তি কি? (২) অবাধ্যতার জন্য হচ্ছে জাহান্নাম আর হাশরের দিন **আল্লাহ তায়ালা**র কঠিন অসন্তুষ্টি (৩) যদি তুমি জাহান্নামের প্রতি সন্তুষ্ট থাকো তবে অবশ্যই গুনাহ করতে থাকো, নয়তো বা গুনাহ করা ছেড়ে দাও (৪) তুমি নিজের গুনাহের পরিবর্তে নিজের প্রাণকে বন্ধক রেখেছো, একে ছাড়ানোর চেষ্টা করো।

অতঃপর ওতবা একটি চিৎকার দিলো এবং বেহুশ হয়ে গেলো, যখন হুশ ফিরে আসলো তখন বলতে লাগলো: হে শায়খ! আমার মতো হতভাগার তাওবাও কি রাব্বে রাহীম কবুল করে নিবেন? তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: ক্ষমাশীল **রব**

তায়ালা অত্যাচারী বান্দার তাওবাও কবুল করে নেন, সেই মুহুর্তেই ওতবা মাথা উঠিয়ে **রব তায়ালার** নিকট তিনটি দোয়া করলো: (১) হে **আল্লাহ**! যদি তুমি আমার গুনাহ সমূহ ক্ষমা এবং আমার তাওবা কবুল করে নিয়ে থাকো তবে এমন স্বরণশক্তি এবং জ্ঞান আমাকে দান করো, যেন কোরআনে করীম এবং দ্বীনের ইলম হতে যা কিছুই শুনি, তা কখনো না ভুলি, (২) হে **আল্লাহ**! আমাকে এমন কণ্ঠ দান করো, যেন আমার কিরাআত শুনে কঠিন থেকে কঠিনতর অন্তরও মোমের ন্যায় নরম হয়ে যায়, (৩) হে **আল্লাহ**! আমাকে হালাল রিযিক দান করুন এবং এমন পদ্ধতিতে দাও যা আমি কল্পণাও করতে পারবো না।

আল্লাহ তায়ালা ওতবা'র তিনটি দোয়াই কবুল করে নেন, তাঁর স্বরণ শক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি বৃদ্ধি হয়ে গেলো আর যখন তিনি কোরআন তিলাওয়াত করতো, তখন প্রত্যেক শ্রবণকারী গুনাহ থেকে তাওবা করে নিত এবং তাঁর ঘরে প্রতিদিন এক পেয়ালা ঝোল আর দুটি রুটি (হালাল রিযিক থেকে) পৌঁছে যেতো, কেউ জানতো না যে, এগুলো কে রেখে যেতো এবং ওতবা গোলামের পুরো জীবন এরূপই হতে থাকলো। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৬১ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা যে, হযরত সায়িদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নেকীর দাওয়াত প্রদানে ধরনও কতই যে শানদান ছিলো এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কিরূপ প্রভাবময় ভঙ্গিতে ওয়াজ ও নসীহতের মাধ্যমে মাখলুকে খোদার সংশোধনের মহান দায়িত্ব পালন করেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর বেলায়তের দৃষ্টি দ্বারা এক গুনাহগার ব্যক্তির বাতিনকে এমনভাবে আলোকিত করে দিলেন যে, **আল্লাহ তায়ালা** তাঁকেও এমন নয় যে শুধু বেলায়তের মর্যাদা দান করেছেন, বরং ওফাতের পূর্বে মহান নেয়ামত ও অনুগ্রহ দ্বারা ধন্য করেছেন, বর্ণনাকৃত ঘটনায় বিশেষকরে মুবাল্লিগদের জন্য মাদানী ফুল বিদ্যমান, যারা বলে এরূপ বলে যে, আমরা বয়ান তো করেছে, কিন্তু শ্রবণকারীর উপর কোন প্রভাব পড়লো না, মাদানী কাফেলায় সফরের জন্য কেউ প্রস্তুত হলো না, কেউ উঠে মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়তও করে নামও লেখালো না, এখানকার ইসলামী ভাইয়েরা

খুবই কঠিন হৃদয়ের, তাদের অন্তরে কথা প্রভাব বিস্তার করে না ইত্যাদি। মনে রাখবেন! এই ধরনের কথা তারাই বলতে পারে, যারা নিজেকে সংশোধনের উপযুক্ত মনে করে না।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: **"মানুষের উপর দরস ও বয়ানের প্রভাব না হওয়াকে, তাদের অন্তর কঠিন মনে করা বা বলার পরিবর্তে নিজের একনিষ্ঠতার সল্পতা মনে করে ইস্তিগফার করুন।"** আমাদের কাজ শুধু অন্য ইসলামী ভাই পর্যন্ত উত্তম পদ্ধতিতে ইনফিরাদী কৌশিশ করে নেকীর দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেয়া, তাদেরকে আমলের তৌফিক দানকারী সত্তা তো **রাব্বে কায়েনাতই**। সুতরাং নিজের চেষ্টার কোন ফল বের না হলে কখনোই মন খারাপ করবেন না বরং এতে নিজের একনিষ্ঠতার সল্পতা মনে করে **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য নিয়মিত ইনফিরাদি কৌশিশ করতে থাকুন এবং **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট দোয়া করতে থাকুন। এর পাশাপাশি চিন্তা করুন যে, হতাশাগ্রস্থ হয়ে আমরা শয়তানের আঘাতকে সফল তো করছি না? তাছাড়া আমরাকি কখনো দুনিয়াবী উপকার অর্জনের জন্য করা চেষ্টা অসফল হলে, তাও কি একেবারে ছেড়ে দিই? যদি উত্তর না বোধক হয় তবে নিজেকে সামলিয়ে নিন এবং হতাশা ছেড়ে নিয়মিত ইনফিরাদি কৌশিশ শুরু করে দিন। আহ! যদি সকলের এই মাদানী মানষিকতা হয়ে যেতো এবং আমরা ইশকে রাসূলে ডুবে খোদাভীতিতে কাঁপতে কাঁপতে এমন বয়ানকারী হয়ে যান যে, **আল্লাহ তায়ালা**র বান্দাদের সংশোধন হয়, মসজিদ পূর্ণ হয়ে যায়, গুনাহের আধিক্য শেষ হয়ে যায়।

এটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর একনিষ্ঠতারই বরকত যে, তাঁর মুবারক মুখ থেকে বের হওয়া প্রভাবময় শব্দ তীর হয়ে অন্তরে গেঁথে যেতে লাগলো, যার ফলে পূর্ববর্তী গুনাহের প্রতি আফসোস হতে থাকে এবং তাওবার তৌফিক অর্জিত হয়, নামায আদায়ের প্রতি দৃঢ়তা নসীব হয়, অন্তরে নেকীর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং মাদানী কাফেলায় সফরের মানষিকতা সৃষ্টি হয়। **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকে এবং পরবর্তীতেও তাঁর (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه) উপর অনেক বাঁধা বিপত্তি এসেছে, কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি বরং

ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সহিত এখনো লেগে আছেন এবং দ্বীনের তবলীগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব উত্তম পদ্ধতিতে পালন করে যাচ্ছেন। আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দ্বীনি খেদমত সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে শ্রবণ করি:

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দ্বীনি খেদমত

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অসাধারণ এবং ঐতিহাসিক কাজের মৌখিক প্রমাণ হচ্ছে, যেই বিভাগে মাদানী কাজ করার প্রয়োজন অনুভব করেছেন, তিনি সেই বিভাগটি প্রতিষ্ঠা করার কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন এবং আজকে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ১০৫টিরও বেশী বিভাগে মাদানী কাজ শুরু হয়ে গেছে, যেমন মসজিদ নির্মাণের জন্য **"খুদ্দামুল মাসাজিদ"** হিফয ও নাজারার জন্য **"মাদরাসাতুল মদীনা"** প্রাপ্ত বয়স্কদের কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য **"প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা"** শরিয়তের নির্দেশনা নেওয়ার জন্য **"দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত"** ওলামা বানানোর জন্য **"জামেয়াতুল মদীনা"** আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বার্তাকে প্রসার করার জন্য এবং সংশোধন মূলক কিতাব মানুষের দোর গোড়ায় পৌঁছানোর জন্য **"আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ"** আধ্যাত্মিক চিকিৎসার জন্য **"মাকতুবাত ও তাবিযাতে আত্তারিয়া মজলিশ"** ইসলামী বোনদের (Ladies) মাঝে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করার জন্য তাদের **"সাপ্তাহিক ইজতিমা ও অন্যান্য মাদানী কাজ"** মুসলমানদের আমলদার বানানোর জন্য **"মাদানী ইনআমাতের উপহার"** এবং দুনিয়া জুড়ে লোকের সংশোধনের চেষ্টার জন্য পৃথিবীর অনেক দেশে হাজারো **"মাদানী কাফেলা এবং অসংখ্য সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা"** এর ব্যবস্থা করা হয়, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা এবং সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায় লাখো লাখ আশিকানে আউলিয়া ও আশিকানে গউসে আযম প্রতি সপ্তাহে একত্রিত হয়, বোবা বধির এবং অন্ধ ইসলামী ভাইদের জন্য মজলিশ প্রতিষ্ঠিত আছে, **"বিভিন্ন পর্যায়ের মুশাওয়ারাত প্রতিষ্ঠা"** এবং এমনিভাবে সুন্নাতের খেদমতের জন্য বিভিন্ন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করার পর এই সকল কাজের ব্যবস্থাপনা **"মারকাযি মজলিশে শুরা"** এর উপর সমর্পণ করে দিলেন, তিনি তাঁর

সন্তান হযরত মাওলানা আলহাজ আবু উসাইদ ওবাইদ রযা আত্তারী মাদানী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে নিজের উত্তরাধিকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন এবং তাঁকেও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযি মজলিশে শুরার সাথে মিলেমিশে মাদানী কাজকে উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি করার জন্য মাদানী শিক্ষাও দিয়েছেন। কখনো কখনো তিনি মাদানী কাজের কারকারদেগীও দেখেন এবং সংশোধনের বাগদাদী ফুলও দান করে থাকেন। এছাড়াও বয়ান ও মাদানী মুযাকারা এবং লিখিত কিতাব ও রিসালা প্রদান করেও উম্মতে মুসলিমাকে সুন্নাতের ঢঙে সাজানোর ভরপুর চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তাঁর লিখিত প্রচেষ্টা গুলোর মধ্যে একটি উত্তম রচনা হলো তাঁর দরসী কিতাব **"নেকীর দাওয়াত"**, যাতে তিনি নেকীর দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা, নেকীর দাওয়াতের ফযিলত, নেকীর দাওয়াত ত্যাগ করার ক্ষতি সমূহের উপর অনেক অমূল্য মাদানী ফুল বর্ণনা করেন, এই কিতাবটি **"ফয়যানে সুন্নাত"** ২য় খন্ডের একটি অধ্যায়, এই কিতাব থেকে মাদানী দরস (দরসে ফয়যানে সুন্নাত) দেয়ার প্রতি বিশেষভাবে জোড় দেয়া হয়। এই কিতাবটি মাতদাবাতুল মদীনা থেকে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিজেও পড়ুন এবং অন্যদেরও পড়ার জন্য উৎসাহিত করুন, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে এই কিতাবটি পড়তেও পারবেন, ডাউনলোডও করতে পারবেন এবং এর প্রিন্টও বের করতে পারবেন।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বর্ণনাকৃত এই কয়েকটি দ্বীনি খেদমত পরও তাঁর নিজের ব্যক্তিগত ইবাদত অব্যাহত রাখা, যাতে ফরয সমূহ আদায়, নফল সমূহ যেমন তাহজ্জুদ, ইশরাক ও চাশত, আওয়াবিন এর নামায আদায়ের পাশাপাশি ১২ মাসই অধিকাংশ দিন রোযা রাখাতে অটল থাকা, কোরআনের তিলাওয়াত, সুন্নাত ও মুস্তাহাব এর উপর আমলে তিমিই তাঁর উদাহরণ।

তাঁর এই খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতা, চেষ্টা, উম্মতের মঙ্গলের চেতনাকে কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্বরূপ সর্বসাধারন এভাবে স্বরণ করেন!

হে শরিয়ত অউর তরিকত কি হাসিন তাছবীর জো,
যুহদ ও তাকওয়া কে নাযারে হযরতে আত্তার হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২ মাদানী কাজের একটি হচ্ছে "সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতক্ষণ আমরা শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দ্বীনি খেদমত এবং এর ফলে হওয়া উপকারীতা ও প্রতিফল সম্পর্কে শুনলাম, যা শুনে আমাদের মাঝেও নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর এবং দ্বীনের খেদমতের চেতনা সৃষ্টি হয়েছে হয়তো বা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে হয়তো, এই মাদানী চেতনাকে আরো বৃদ্ধির জন্য আসুন! আমরাও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং ১২ মাদানী কাজের প্রতি অপরকে উৎসাহ দেয়ার পাশাপাশি নিজেও কার্যতভাবে অংশগ্রহন করুন। ১২ মাদানী কাজের মধ্যে একটি কাজ হচ্ছে **"সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা"**। ইজতিমায় করা দোয়া অবশ্যই কবুল হয়, কেননা ইজতিমায় যিকিরুল্লাহ (অর্থাৎ তিলাওয়াত, নাত, বয়ান, যিকর, সালাত ও সালাম) হয়ে থাকে, সাহাবায়ে কিরাম, আউলিয়ায়ে কিরামদের মুবারক চরিত্র বয়ান করা হয়। হযরত সায়িদুনা সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ অর্থাৎ নেককার লোকদের আলোচনায় **আল্লাহ তায়ালা**র রহমত অবতীর্ন হয়। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, সুফিয়ান বিন উয়াইনা, ৭/৩৩৫, নম্বর-১০৭৫০) নেক বান্দাদের আলোচনায় যখনন রহমত অবতীর্ণ হয়, তবে যেখানে **আল্লাহ** ও **তাঁর রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মঙ্গলময় আলোচনা হয় সেখানে রহমত কেনই বা অবতীর্ণ হবে না এবং যেখানে রিমঝিম ধারায় রহমতের বর্ষন হয় সেখানে দোয়া কেন কবুল হবে না। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় উপস্থিতির একটি মাদানী বাহার শুনুন এবং ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহনের নিয়্যত করে নিন:

কৌতুক অভিনেতার তাওবা

মারকাযুল আউলিয়া লাহোরের এক ইসলামী ভাই স্বাধীনচেতা এবং নির্ভিক প্রকৃতির লোক ছিলো, গুনাহ এবং উদাসিনতায় নিমজ্জিত ছিলো। টিফিনবক্স বাজিয়ে বাচ্চাদের গান গাওয়া এবং কৌতুক করাতে বংশে প্রসিদ্ধ ছিলো। বিয়ে এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে কৌতুক আর সিনেমার গান শুনানো, বিশ্রীভাবে নাচ দেখানো এবং বিভিন্ন

অঙ্গভঙ্গি করে মানুষদের হাসানো তার প্রিয় কাজ ছিলো, স্কুল জীবনে একজন পাগড়ী পরিহিত ইসলামী ভাই সর্বদা তার বড় ভাইয়ের সাথে দেখা করতে আসতো। একদিন ভাইজান তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো, তিনি তাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত পেশ করলো। সে তাঁর দাওয়াতে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় গেলো, তার খুবই ভাল লাগলো, সুতরাং সে নিয়মিত যাওয়া শুরু করলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সে নিয়মিত নামায পড়াও শুরু করলো। ধীরে ধীরে পাগড়ী শরীফও বাঁধা শুরু করলো, যার কারণে পরিবারের কয়েকজন কঠোরভাবে বিরোধিতা করতে লাগলো, এমনকি অনেক সময় مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ পাগড়ী শরীফ টেনে খুলে দিতো। দরস দেয়া থেকে বারণ করতো, বাবরী চুল রাখলে পরিবারের লোকেরা জোর করে কেটে দিতো, দাড়ি তখনো উঠেনি কিন্তু রাখার নিয়্যত করে নিয়েছিলো। এসকল কাঠোরতার পরও মাদানী পরিবেশের আকর্ষণ এবং আশিকানে রাসূলের উত্তম চরিত্র তাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র নিকট নিকটবর্তী করতে লাগলো। মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট শুনার প্রতি আগ্রহ অর্জন করলো এবং সাহস অর্জিত হতে লাগলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ধীরে ধীরে ঘরেও মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের মধ্যে "নেকীর দাওয়াত"কে প্রসার করার যতটুকু প্রয়োজনীতা আজকের দিনে রয়েছে, সম্ভবত পূর্বে কখনো এরূপ ছিলো না, কেননা আজ মুসলমানের অধিকাংশই বেআমলীর শিকার, মাদানী মুযাকারায়ও আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সমাজে নিত্য নতুন উপায়ে দ্রুততার সহিত ছাড়ানো গুনাহ সমূহ চিহ্নিত করতে গিয়ে উম্মতে মুসলিমার মাঝে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করার চেতনা সৃষ্টি করার জন্য মাদানী ফুল দিতেই থাকেন, নেকী করা নফসের জন্য খুবই কষ্টকর এবং গুনাহ করা অতি সহজ হয়ে গেছে, মসজিদ সমূহ বিরাণ এবং সিনেমা হল আর নাট্যমঞ্চ সমূহ পরিপূর্ণ, দ্বীনের প্রতি আন্তরিকতা পোষণকারীদের যেন ঝাঁকিয়ে জাগ্রত করছে যে, এই গলিতেও সাদায়ে মদীনা হওয়া চাই, এখানেও মাদানী দাওরা করার প্রয়োজন রয়েছে, এখানকার আশিকানে গউসে

আযমদেরও প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার মাধ্যমে কোরআনের শিক্ষার অলঙ্কারে সাজানো প্রয়োজন, এই বাজারেও চৌক দরস হওয়া চাই, আহ! এই এলাকায়ও যদি মাদানী ইনআমাতের ফয়য প্রসারিত হতো, অমুক এলাকা/ গ্রাম/ শহরেও মাদানী কাফেলার আগমন হতো।

আফসোস! মোবাইল, ইন্টারনেট ব্যবহার কারীরা যেন নিজের চোখের লজ্জা ধুয়ে ফেলেছে, প্রয়োজন মেটাতে এবং আরাম আয়েশের জন্য মাত্রাতিরিক্ত চেষ্টা মুসলমানদের অধিকাংশকেই আখিরাতের চিন্তা থেকে একেবারে উদাসিন করে রেখেছে, একটু ভাবুন তো! জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কাজে লিপ্তদের, জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার কাজে কে প্রস্তুত করবে? আমাদেরকে একে অপরের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে, **"নেকীর দাওয়াত"** এর উৎসাহ বৃদ্ধি করতে হবে, সুতরাং ইনফিরাদি কৌশিশকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করুন, কেননা নেকীর দাওয়াতে ইনফিরাদি কৌশিশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ ইনফিরাদি কৌশিশের ন্যায় পবিত্র আমলের ফলে আমাদের অসংখ্য ইহকালিন ও পরকালিন উপকারিতা ও বরকতও অর্জিত হয়। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি এবং নিজের মাঝে ইনফিরাদি কৌশিশের উৎসাহ সৃষ্টির চেষ্টা করি:

নেকীর দাওয়াতের উৎসাহ সম্বলিত প্রিয় নবী ﷺ এর তিনটি বাণী

১. **আল্লাহ তায়ালা**র শপথ! যদি **আল্লাহ তায়ালা** তোমাদের মাধ্যমে কোন একজনকেও হেদায়ত দান করেন, তবে এটা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম। **(মুসলিম, কিতাব ফযায়িলিস সাহাবা, পৃষ্ঠা-১৩১১, হাদীস নং-২৪০৬)**

২. যে নেকীর পথ দেখাবে, তবে তার জন্য নেকী সম্পাদনকারীর ন্যায় সাওয়াব রয়েছে। **(মুসলিম, কিতাবুল আমারাত, পৃষ্ঠা-১০৫০, হাদীস নং-১৮৯৩)**

৩. যে হেদায়ত ও মঙ্গলের দাওয়াত দিলো, তবে তার মঙ্গলের অনুসরনকারীর সমান সাওয়াব অর্জিত হবে আর তার প্রতিদানে কোন কমতি হবে না এবং যে পথভ্রষ্টতার দাওয়াত দিলো, তবে তার সেই পথভ্রষ্টতার অনুসারীর সমান গুনাহ হবে আর তার গুনাহে কোন কমতি হবে না। **(মুসলিম, পৃষ্ঠা-১৪৩৮, হাদীস নং-২৬৭৪)**

হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যদি কারো তবলীগে (অর্থাৎ প্রচার ও প্রসারে) এক লক্ষ (১,০০,০০০) ব্যক্তি নামাযী হয় তবে সেই মুবাল্লিগের প্রতি ওয়াক্তে এক লক্ষ (১,০০,০০০) নামাযের সাওয়াব (দান করা) হবে এবং সেই নামাযীদের নিজ নিজ নামাযের সাওয়াব তো আছেই, এথেকে জানা গেলো যে, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাওয়াব সৃষ্টির ধারণার বাইরে। **রব তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَ اِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۚ﴿۳﴾

(পারা ২৯, সূরা আল কলম, আয়াত ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং অবশ্যই আপনার জন্য অশেষ পুরষ্কার রয়েছে;

এমনিভাবে সেই লেখক, যাঁদের কিতাব দ্বারা মানুষ হেদায়ত গ্রহণ করছে, কিয়ামত পর্যন্ত লাখো সাওয়াব তাঁদের পৌঁছতে থাকবে। (মিরাতুল মানাযিহ, ১/১৬০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, নেকীর দাওয়াত হোক তা একাকিত্বে বা সম্মিলিতভাবে, প্রদানকারী এবং শুনে আমলকারী সবার দ্বীন ও দুনিয়ায় অসংখ্য বরকত ও মঙ্গল নসীব হয়, সুতরাং নেকীর প্রতি লোভী হয়ে যান, অপরকে নামাযী বানানোর প্রচারাভিযানকে আরো গতিশীল করে তুলুন, যখনই জামাআত সহকারে নামায আদায়ের জন্য মসজিদে যাবেন তখন অপরকেও উৎসাহ প্রদান করে সাথে নিয়ে যান, যে নামায পড়তে জানে না তাকে নামায শেখান। যদি আমাদের কারণে একজনও নামাযী হয়ে যায় তবে সে যতদিন নামায পড়তে থাকবে, তার প্রত্যেক নামাযের সাওয়াব আমাদেরও অর্জিত হতে থাকবে। সাধারণত ইশার নামাযের পর প্রায় ৬৩ মিনিটের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে যান, এতে নিজেও কোরআনে করীম শিখুন এবং অন্যকেও এর উৎসাহ প্রদান করুন। আমাদের থেকে শিক্ষা গ্রহনকারী যখনি তিলাওয়াত করবে তখন আমারাও তার তিলাওয়াতের সাওয়াব পেতে থাকবো। আমরা নিজেও সুন্নাতের উপর আমল করি এবং অন্যদেরও আমল করার প্রতি উৎসাহিত করি। যদি আমরা কাউকে একটি সুন্নাত শেখাই, তবে এখন সে যখনই সেই সুন্নাতের উপর আমল করবে, আমরাও সেই সুন্নাতের উপর আমলকারীর ন্যায় সাওয়াব পেতে থাকবো اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ।

সাপ্তাহিক ইজতিমা মজলিশ

মাদানী দাওরা ও মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফরের মাধ্যমে নিজের এবং অপরের সংশোধনের ব্যাপকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে মুসলমানকে "নেক" বানানোর "মেশিন" হয়ে যান এবং আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে প্রায় ১০৫টি বিভাগে নেকীর দাওয়াতে সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি বিভাগ হলো "সাপ্তাহিক ইজতিমা মজলিশ"। সাপ্তাহিক ইজতিমা মজলিশ সাধারণত ৩ থেকে ৫ সদস্য বিশিষ্ট হয়ে থাকে। কারী ও নাত খাঁ এবং মুবাল্লিগের জাদুয়াল বানানো, তিলাওয়াত ও নাত এবং বয়ানের চিরকুট বানিয়ে সংশ্লিষ্ট যিম্মাদারকে কমপক্ষে ৭দিন পূর্বে জানানো। ইজতিমার স্থান বিশেষকরে প্রবেশদ্বারের নিরাপত্তার প্রতি সজাগ হয়ে নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ করা। স্পিকার, লাইট, জেনারেটর এবং ইউপিএসের ব্যবস্থা করা, অযুখানা ও ইস্তিঞ্জাখানায় পানি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা, ইজতিমার স্থান ও মসজিদের পরিচ্ছন্নতার প্রতি সজাগ থাকা, চাটাই ও কাপেট বিছানো এবং ইজতিমার পর উঠিয়ে নেয়া, স্টল, অযুখানা এবং মসজিদের ছাদে কথাবার্তায় লিপ্ত ইসলামী ভাইদেরকে নম্রতা ও ভালবাসার সহিত সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করানো, প্রয়োজন অনুযায়ী সুবিধামতো স্থানে খাওয়ার পানির ড্রাম লাগানো, মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও রিসালার ব্যবস্থা করা এবং স্টলে শরীয়ত বিরুধী বই ও নিম্ন মানের খাবার বিক্রির প্রতি দৃষ্টি রাখা, ইজতিমায় আগত ইসলামী ভাইদের গাড়ির জন্য পার্কিং এর ব্যবস্থা করা, জুতা রাখার জন্য তাক বানানো ব্যবস্থা করে জুতা সাজিয়ে রাখা, প্রতিটি স্টলের স্থান নির্দিষ্ট করা বরং সম্ভব হলে প্যানাফ্লাক্স, ব্যানার বা বোর্ড লাগানো ইত্যাদি এই মজলিশের দায়িত্ব। **আল্লাহ তায়ালা "সাপ্তাহিক ইজতিমা মজলিশ"**কে উত্তরোত্তর সাফল্য দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আংটি পড়ার সুন্নাত ও আদব

বয়ান শেষ করার পূর্বে আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১৬৩ মাদানী ফুল"** থেকে আংটি পরিধান করার কিছু সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। ✲ পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি পরিধান করা হারাম। **সুলতানে দো-জাহান, রহমতে আ'লামিয়ান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বর্ণের আংটি পরিধান করা থেকে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, ৪/৬৭, হাদীস নং- ৫৮৬৩) ✲ (অপ্রাপ্তবয়স্ক) ছেলেকে স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার পরানো হারাম এবং যে ব্যক্তি পরাবে সে গুনাহ্গার হবে। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৪২৮। দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৯/৫৯৮) ✲ লোহার আংটি জাহান্নামীদেরই অলংকার। (তিরমিযী, ৩/৩০৫, হাদীস নং- ১৭৯২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ঘোষণা

আংটি পারধানের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রঊফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)